শিল্পবার্তা

বর্ষ ৩
সংখ্যা ৫
৮ ফাল্গুন ১৪২০
২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করছেন

এ্যাক্রেডিটেশন সনদ গ্রহণ করে মানসম্মত পণ্য উৎপাদনের আহ্বান

এ্যাক্রেডিটেশন সনদ গ্রহণ করে মানসম্মত পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি সকলকে গুণগতমান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন করে রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন। গত ২৮ জানুয়ারি শিল্পমন্ত্রী চারটি টেস্টিং ল্যাবরেটরির অনুকূলে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ, উত্তীর্ণ অ্যাসেসরদের মাঝে প্রশিক্ষণ সনদ ও ই-লার্নিং কোর্সে উত্তীর্ণদের মধ্যে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এবং ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) যৌথভাবে রাজধানীর বিয়াম মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এর মহাপরিচালক মোঃ আবু আবদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্পসচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর পরিচালক ড. মোঃ নজরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বিএবি কর্তৃক এ্যাক্রেডিটেশন সনদপ্রাপ্ত হোলসিম সিমেন্ট (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজনিস কাপুর (Rajnish Kapur), লুব-রেক (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ ইউসুফ, ই-লার্নিং কোর্সে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী হাবিবা নাসরিন বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী পানি, লুব্রিকেন্ট, টেক্সটাইল ও মেকানিক্যাল টেস্টিং এর সাথে সম্পৃক্ত চারটি ল্যাবরেটরির অনুকূলে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ এবং ISO 15189, ISO/IEC 17020 এবং ISO/IEC 17021 & ISO/IEC 17065 এর উপর অনুষ্ঠিত অ্যাসেসর প্রশিক্ষণ কোর্সে উত্তীর্ণ ৪৯ জন অ্যাসেসরের মধ্যে প্রশিক্ষণ সনদ প্রদান করেন। এছাড়া তিনি জাপান ভিত্তিক এশিয়ান প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন এর সহায়তায় এনপিও আয়োজিত ই-লার্নিং কোর্সে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর মাঝেও সনদ বিতরণ করেন।

পৃষ্ঠা ঃ ১
- এ্যাক্রেডিটেশন সনদ গ্রহণ করে মানসম্মত পণ্য উৎপাদনের আহ্বান

পৃষ্ঠা ঃ ২
- লিআইপি (শিল্প) মর্যাদা পেলেন ৫৪ শিল্প উদ্যোক্তা

পৃষ্ঠা ঃ ৩
- বন্ধ কল-কারখানা চালু করার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে
- গরুর চামড়ের ব্যাগ মূল্য বৃদ্ধি বিপিসি করা হবে
- বস্ত্রীয়ত ইনিশলগুলোকে লাভজনক করতে পরিকল্পনা প্রণয়নের তাগিদ
- ফলি ইটি-বেরেজ মৌসুমে দেশে ইটারিয়া সংকের কোনো আশঙ্কা হবে না

পৃষ্ঠা ঃ ৪
- শিল্পব্রাণে মংগীঃ
- Ship Recycling Industry in Bangladesh and its Prospect

সিআইপি (শিল্প) মর্যাদা পেলেন ৫৪ শিল্প উদ্যোক্তা

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা এবং দেশে বিরোধীদলের হরতাল ও অবরোধের নামে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের মধ্যেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। গত ১১ ফেব্রুয়ারি বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা সিআইপি (শিল্প)-২০১৩ মর্যাদা প্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের মাঝে পরিচয়পত্র বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। রাজধানীর বিয়াম মিলনায়তনে শিল্প মন্ত্রণালয় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শিল্প সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ ফরহাদ উদ্দিন, সিআইপি (শিল্প) কার্ড প্রাপ্ত উদ্যোক্তা ও এফবিসিসিআই'র প্রেসিডেন্ট কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ এবং এ এস এম মঈনউদ্দিন মোনেম বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গৃহীত কর্মসূচির ফলে দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্তিশালী হচ্ছে।

বিশ্বের খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদদের মন্তব্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিল্পায়নের চলমান ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, শিল্পখাতে বিপ্লব ঘটানো ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। পৃথিবীর প্রায় সকল উন্নত দেশই কৃষির পাশাপাশি শিল্পখাতের বিকাশ ঘটিয়ে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে। তাঁরা সফল উদ্যোক্তাদেরকে লাল পাসপোর্ট প্রদানেরও দাবি জানান। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী সাত ক্যাটাগরিতে ৫৪ জন শিল্প উদ্যোক্তার মাঝে সিআইপি (শিল্প) পরিচয়পত্র বিতরণ করেন। বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপন, পণ্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন। উল্লেখ্য, সিআইপি (শিল্প) পরিচয়পত্রধারীদের অনুকূলে সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আগামী এক বছরের জন্য বহাল থাকবে।

সিআইপি (শিল্প) কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী

পৃষ্ঠা : ৬
■ জৈবপ্রযুক্তি পণ্য নিয়ন্ত্রণ (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন-২০১৩ এর প্রাসঙ্গিকতা

পৃষ্ঠা : ৮
■ এ্যাক্রেডিটেশন সনদ পেল বিএসটিআই এর ৬ গবেষণাগার

পৃষ্ঠা : ৯
■ শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি

পৃষ্ঠা : ১০
■ উৎপাদনশীলতা : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পূর্বশর্ত

বন্ধ কল-কারখানা চালু করার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে

শিল্পায়নের চলমান ধারা অব্যাহত রাখতে খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বন্ধ হয়ে থাকা কল-কারখানাগুলো চালু করার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। শিল্পমন্ত্রী গত ১৪ জানুয়ারি তাঁর প্রথম কর্মদিবসে শিল্প মন্ত্রণালয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে মতবিনিময়কালে এ তথ্য জানান। এ সময় শিল্পসচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহসহ শিল্প মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন সেক্টর করপোরেশনের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী বলেন, গত পাঁচ বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের শিল্পখাতে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। রাজনীতির নামে সন্ত্রাসী কার্যক্রম গ্রহণ করে অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত না করলে দেশে আরো দৃশ্যমান উন্নয়ন সম্ভব ছিল। দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আওয়ামীলীগ ও এর ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলোর ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বর্তমান সরকার জনগণের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সক্ষম হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের প্রাক্কালে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন শিল্প সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্

রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলগুলোকে লাভজনক করতে পরিকল্পনা প্রণয়নের তাগিদ

রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলগুলোকে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে দ্রুত বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। গত ২০ জানুয়ারি শিল্পমন্ত্রী বাংলাদেশ চিনি ও গাঁজা শিল্প করপোরেশনের (বিএসএফআইসি) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত বৈঠকে এ নির্দেশনা দেন। বৈঠকে শিল্প সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জি.এম. জয়নাল আবেদীন ভূঁইয়া ও অতিরিক্ত সচিব সুধেন চন্দ্র দাস, বিএসএফআইসি'র চেয়ারম্যান মাহমুদউল হক ভূঁইয়াসহ শিল্প মন্ত্রণালয় ও করপোরেশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে কোন ধরনের নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণের ফলে বিএসএফআইসি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল, তা বিবেচনায় এনে নতুন করে কর্মসূচি গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি আরও বলেন, ২০০১ সালের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত চিনিকলগুলোর লোকসানের পেছনে দায়ী কারণগুলো চিহ্নিত করে এর সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। তিনি চিনিকলগুলোতে লোকসান কমাতে অনুৎপাদন মৌসুমে 'বা' সুগার থেকে রিফাইন সুগার উৎপাদনের লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেন।

লবণ চাষিদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হবে

লবণ চাষিদের উৎপাদিত লবণের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। শিল্প মন্ত্রণালয়ে গত ২১ জানুয়ারি বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আয়োজিত বৈঠকে তিনি এ নির্দেশনা দেন। বৈঠকে শিল্প সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জি.এম. জয়নাল আবেদীন ভূঁইয়া, বিসিক চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদারসহ শিল্প মন্ত্রণালয় ও করপোরেশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। আমির হোসেন আমু বলেন, দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি বাড়াতে আধুনিক ডিজাইন ও মান সম্মতা নিতে হবে। জেলা পর্যায়ে স্থাপিত শিল্পনগরীগুলোতে উদ্যোক্তা সেবা জোরদার করে রাজস্ব আয় আরও বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি প্রয়োজনে শিল্পনগরীর সার্ভিস চার্জ বাড়িয়ে উদ্যোক্তাদের উন্নত সেবা প্রদানের পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে বক্তাগণ জানান, বর্তমানে দেশে লবণের মোট চাহিদা ১৫ লাখ ৮০ হাজার মেট্রিক টন। চলতি ২০১৩-২০১৪ মৌসুমে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত ১ লাখ ০৫ হাজার মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১৬ লাখ মেট্রিক টন। ২০১২-২০১৩ মৌসুমে দেশে মোট লবণ উৎপাদিত হয়েছিল ১৬ লাখ ৩৩ হাজার মেট্রিক টন। এ বছরের উৎপাদন গতবারের পরিমাণকে ছাড়িয়ে যাবে বলে সভায় আশা প্রকাশ করা হয়।

চলতি ইরি-বোরো মৌসুমে দেশে ইউরিয়া সারের কোনো ঘাটতি হবে না

চলতি অর্থবছরের ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত চাষি পর্যায়ে ১৪ লাখ ৩৬ হাজার ২৭৫ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার সরবরাহ করা হয়েছে। গত বছর একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ১২ লাখ ৪৩ হাজার ৮৩১ মেট্রিক টন। বর্তমানে সরকারের কাছে ৭ লাখ ৭৭ হাজার ৭৭৭ মেট্রিক টন ইউরিয়া মজুদ রয়েছে। ফলে চলতি ইরি-বোরো মৌসুমে দেশে ইউরিয়া সারের কোনো ঘাটতি হবে না। গত ২২ জানুয়ারি শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর অবগতির জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় শিল্পসচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ এ তথ্য জানান। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জি.এম. জয়নাল আবেদীন ভূঁইয়া, বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান মুনসুর আলী সিকদারসহ শিল্প মন্ত্রণালয় ও করপোরেশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, সার কারখানাগুলোতে নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন অব্যাহত রাখতে আগামীকাল তিতাসে গ্যাস সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। তিনি বিসিআইসি'র আওতাধীন কারখানাগুলোতে অপচয় ও অনিয়মরোধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন। শিল্পমন্ত্রী আরো বলেন, বিসিআইসি'র আওতাধীন বন্ধ কারখানাগুলো চালু করার জন্য বাস্তবসম্মত ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিতে হবে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু

শিল্পোন্নয়নে মার্কেটিং

ড. উত্তম কুমার দত্ত

সাধারণ অর্থে সাধারণ মানুষের কাছে, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্প ও ব্যবসায় মহলে পর্যন্ত মার্কেটিং বিষয়টিকে কোন কিছু বিক্রয় বা বিতরণ করা সংক্রান্ত কার্যাবলী হিসাবে দেখা হয়। আর মার্কেটিংকে দেখা হয় কোন স্থান হিসাবে যেখানে ক্রেতা-বিক্রেতার সমাগম ঘটে। কিন্তু মার্কেটিং শব্দে মার্কেট বলতে যে কোন সেবা বা পণ্যের বর্তমান ক্রেতা ও ভবিষ্যত ক্রেতার সমষ্টিকে বোঝায় যাদের সন্তুষ্টি পণ্য বা সেবার চাহিদা আছে। অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বাজার বলতে যে কোন সেবার সুবিধাভোগীদের বোঝায়। এদিক থেকে মার্কেট বলতে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর জনগোষ্ঠিকে বুঝায় যাদের সমজাতীয় কোন কিছুর অভাব আছে। আর মার্কেট থেকে মার্কেটিং শব্দটির উৎপত্তি। এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া। কারণ মার্কেটিং কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর জনগোষ্ঠির কোন বিশেষ প্রয়োজন বা সমস্যার সমাধান করতে পারে এমন সমস্যাকে মার্কেটিং রিসার্চের মাধ্যমে চিহ্নিত করে তার সমাধান করতে পারে এমন উপযোগী পণ্য বা সেবার সৃষ্টি, মূল্য নির্ধারণ, যাদের জন্য সৃষ্টি তাদের সাথে যোগাযোগ এবং তা বিতরণ সংক্রান্ত চলমান কার্যাবলীকে নির্দেশ করে। মার্কেটিং এর ভাষায় যে কোন পণ্য বা সেবাকে দেখা হয় সমস্যা সমাধানের প্যাকেট হিসাবে। সুতরাং মার্কেটিং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো রিসার্চের মাধ্যমে মানুষের সমস্যা খুঁজে বের করা এবং তার সমাধান করা। আদিম যুগ হতে এ পর্যন্ত যত পণ্য বা সেবার সৃষ্টি হয়েছে তার অন্তরালে ছিল মানুষের সমস্যা ও সমাধান যাকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী গড়ে উঠেছে অসংখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান।

শিল্পের কাজ হলো প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের আকার আকৃতির পরিবর্তন করে মার্কেটিং রিসার্চের মাধ্যমে চিহ্নিত সমস্যার সমাধানের উপযোগী পণ্য ও সেবা সৃষ্টি করা। সুতরাং মার্কেটিং এর শুরু হয় মার্কেটিং রিসার্চের মাধ্যমে মানুষের সমস্যার আবিষ্কার হতে এবং শেষ হয় তা মার্কেটের সমস্যা সমাধান আর সন্তুষ্টির মাধ্যমে। শিল্পের সকল সৃষ্টি বা সৃজনশীলতা মার্কেটিং এর অন্যতম প্রধান কাজ। কোন দেশের শিল্পোন্নয়ন নির্ভর করে সে দেশের মানুষের প্রয়োজন বা সমস্যাগুলি কিভাবে আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং তার সমাধানের জন্য রিসার্চের মাধ্যমে কিভাবে নতুন নতুন পণ্য বা সেবার সৃষ্টি হচ্ছে তার উপর। যেমন, বাংলাদেশের কৃষকেরা কাদায় কাজ করায় তাদের পায়ে চর্ম রোগ হয় বা পা কাদায় যায়। কৃষকদের নিকট এটা একটা সমস্যা, এক্ষেত্রে, বাংলাদেশের সকল কৃষক গোষ্ঠি একটা সম্ভাবনাময় মার্কেট। ডাক্তারদের ব্যবহৃত হাতের গ্লাভসের ন্যায় পায়ের জন্য প্রাকৃতিক রাবারের আকৃতি পরিবর্তন করে রাবারের মোজা জাতীয় কোন পণ্য সৃষ্টি, মূল্য নির্ধারণ, যোগাযোগ ও বিতরণের মাধ্যমে কৃষকগোষ্ঠির সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। মার্কেটিং রিসার্চের মাধ্যমে এ ধরনের সুযোগ সৃষ্টির উপর গড়ে উঠতে পারে নতুন একটি শিল্প। অথবা রিসার্চের মাধ্যমে এমন একটি বীজ বপন মেশিনের আবিষ্কার যা কৃষকদের পা-কে কাদায় থাওয়াজনিত সমস্যার সমাধান করতে পারে। অন্যদিকে বর্তমান সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে মার্কেটে প্রচলিত এমন পণ্যের মধ্যেও সৃষ্টি হতে পারে নতুন সমস্যা, আর এসব সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন হতে পারে নতুন সমাধান। যেমন ফ্যানের পরিবর্তে এয়ার কুলার, কলাম কলামের পরিবর্তে বলপেন ইত্যাদি। সুতরাং মার্কেটিং শিল্পের গতি প্রকৃতির নিয়ামক।

মার্কেটিং রিসার্চের মাধ্যমে যতবেশী সমস্যার আবিষ্কার করা যাবে তত বেশী সমস্যার সমাধানের প্রয়োজন দেখা দেবে। আর যতবেশি সমস্যার সমাধান (পণ্য বা সেবা) সৃষ্টি হবে, ততবেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্র ও শিল্প গড়ে উঠবে। সুতরাং মার্কেটকে কেন্দ্র করেই সকল শিল্পের সৃষ্টি এবং মার্কেটিং এর প্রধান কাজ পণ্য বা সেবা সৃষ্টি। আর সৃষ্টিকে কেন্দ্র করেই শিল্পোন্নয়ন। তাই বাংলাদেশের সকল বর্তমান ও নতুন বিনিয়োগকারীদের মার্কেটিং এর উপর নতুন করে গুরুত্বারোপ করতে হবে। যেহেতু কোন শিল্পের সৃষ্টি ও তার স্থায়ীত্ব দক্ষ মার্কেটিং এর উপর নির্ভরশীল সেহেতু সকল প্রতিষ্ঠানের টপ ম্যানেজমেন্টের মার্কেটিং বিষয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অতি অপরিহার্য। অন্যদিকে, শিল্পোন্নয়নে প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি বা মানব সম্পদ। কর্মজীবী প্রতিটি মানুষ নিজেই নিজেকে মার্কেটিং করছে। কারণ প্রতিটি মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজেকে নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রি করার পূর্বে নিজেকে একটা পণ্য হিসেবে গড়ার চেষ্টা করে, তারপর সে নিজেকে বিক্রি করার জন্য চাকুরী মার্কেটের সাথে যোগাযোগ করছে এবং কর্মসংস্থানের পর কোন ব্যক্তি তার সেবা বিতরণ করছে। এদিক থেকে ব্যক্তি আয়ের জন্য প্রত্যেক কর্মজীবী ব্যক্তি নিজেই নিজেকে বিক্রি করছে। মার্কেটিং এর দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তির আয় উপার্জন নির্ভর করে সে কত ভালভাবে নিজেকে চাকরী মার্কেটের উপযোগী করে গড়ে তুলছে। সুতরাং কোন জাতির মাঝে মার্কেটিং এর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সৃষ্টি হতে পারে দক্ষ মানব-সম্পদ যা সকল শিল্পের কারিগর। সুতরাং শিল্প-সমৃদ্ধ বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন মার্কেটিং-এর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও তার বিস্তার।

লেখক : উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা ও বিভাগীয় প্রধান, রিসার্চ ও পাবলিকেশন বিভাগ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট

Ship Recycling Industry in Bangladesh and its Prospect

Yasmin Sultana

The ship breaking and recycling industry lying on the 18 km Sitakunda coastal strip in the Faujdarhat area, north of Chittagong District has been in operation since 1980s. In Bangladesh, ship breaking and recycling industry has grown over the last three decades. Undoubtedly, the industry is contributing to our economy by supplying scrap steel for the iron and steel industries, ship building and other industries. It contributes to about 50% of Bangladesh's steel production and hundreds of thousands people are being benefited through direct and indirect employment from this sector. However, worker's safety, health and management of hazardous waste are of great concern for the image of this country.

Ship Recycling Countries

More than 90% of ship breaking in the world is done in India, Bangladesh, Pakistan and China. The International Maritime Organization (IMO) provides an analysis by using data of IHS Fairplay showing the tonnage of recycled ships by country of recycling. The analysis provides data for 82 countries which are involved in ship recycling for the last ten years. The five of the 82 countries namely India, China, Bangladesh, Pakistan and Turkey have recycled ships consistently an average of 97% to 98% of all tonnage recycled in the world. They are in the order of ship recycling capacity: India, China, Bangladesh, Pakistan and Turkey. India, China and Bangladesh - each of the three top recycling countries has a large share of the world's recycling capacity which is between 24% and 31%. In the contrast, Pakistan and Turkey have smaller but increasing shares of the world's capacity which is around 11% and 4% [1].

The Role of International Maritime Organisation (IMO)

IMO plays an important role to guide ship recycling industries in a proper manner by adopting guidelines, regulations and conventions. The 'Hong Kong International Convention for Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships' was adopted in May 2009 which aims to ensure that ships, when being recycled after reaching the end of their operational lives, do not create any unnecessary risks to human health and safety or to the environment. IMO members started ratification from September 2009 and will come into force after having improvements in ship recycling facilities in the yards.

Ship Breaking and Recycling Situations in Bangladesh

Out of 125 yards in Bangladesh, around 60 yards are involved in ship breaking and recycling in Sitakunda area. Some yard owners have developed their facilities and improved quality of work by following Hong Kong Convention (HKC) and declared the industry as "green." However, unfortunately, most of the yards are not able to comply with HKC in terms of occupational safety and health (OSH) of the workers as well as handling of hazardous wastes.

We should note that Hon'ble Prime Minister declared the sector as an Industry on 13 February 2011 and since then it has been included in the Ministry Industries' (MOI) Allocation of Business. After receiving an order by the honorable Appellate Division of High Court on 14.12.2011, the Ministry has formulated **"The Ship Breaking and Recycling Rules - 2011"** which brought some positive changes in this sector. But, due to non-availability of enough funds and other supports the Ministry is not able to assist the yard owners to improve their facilities, structures, etc. for complying with international standards. The yards lack one of the important facilities for compliance which is centrally operated Treatment, Storage and Disposal Facilities (TSDF) for hazardous waste although most of the yards only have their own storage facilities for hazardous management.

Regarding compliances of HKC, we learnt from Dr. N.M. Golam Zakaria, Professor, Department of Naval Architecture and Marine Engineering, BUET how Indian ship breakers were more conscious and were prepared about upcoming HKC regulations. We have also learnt that the Indian ship breakers have got their TSDF which are used by all 160-170 ship breaking yards located at Alang region in India and it is very convenient for every yard to beach the ship near the location.

The members of Brussels-based secretariat of NGO Ship breaking Platform claimed that the ship breaking industry in Bangladesh as well as the Government of Bangladesh is giving little efforts to protect workers and environment from the dangerous and harmful impacts of ship recycling activities. It was discussed in the recent meeting that if Bangladesh does not comply with the International Law and transboundary movement of hazardous wastes, the developed countries would use it as a dumping ground. We know that previously, the ship breaking was done by the developed /industrial countries but when they realised the hazardous nature of ship breaking activities, they shifted it to South Asian countries where workers' occupational health and safety (OSH) and environmental issues are largely ignored.

Recently, the European Commission (EC) warned the concerned countries about banning the beaching method where beaching method was being practiced as because this method was responsible for transboundary environmental pollution. An International Conference on Ship Recycling was held on 7-9 April 2013 in Malmo, Sweden organised by the World Maritime University of Malmo where a representative from the Ministry participated in the conference. During the conference, we learnt from the EC's members that they were going to enforce the European Regulation on Ship Recycling and banning of beaching method. It is to be noted that if the ship recyclers do not maintain standards or improve the facilities in their yards, the EC would restrict sending European owned ships to those yards. Therefore, there is urgency for improving environmental aspects and workers' health and safety in Bangladesh for the sake of survival of ship breaking industry in Bangladesh.

Moreover, MO Secretary General, Mr. Koji Sekimizu's comments/suggestions on ship recycling is significant while visiting

1 [A Paper presented by Dr. Nikos Mikelis, Non-executive Director, GMS on "Ship Recycling Markets and the Impact of Hong Kong Convention" at Malmo, Sweden]

yards in Sitakunda, Chittagong on 25 June 2013. He suggested "……if ship recycling is done in an environmentally sound manner, it should be recognized as green industry because almost everything is processed and recycled. People working in this sector deserve proper care. Health and safety standards should be observed and rigorous measures for pollution prevention should be implemented."

With the aim of improving standards in the ship recycling industry in Bangladesh, Ministry of Industries, IMO and Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) has designed a Project on "Safe and Environmentally Sound Ship Recycling in Bangladesh - Phase I". This project was expected to commence by January 2014 and completed by June 2015 (for a period of 18 months). The other international organisations, such as the International Labour Organisation (ILO), the Secretariat of the Basel Rotterdam and Stockholm Conventions (BRS) and the United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO) are the important partners who would share their expertise, technical know-how and in some cases, to assist in creating opportunities for long term improvements in safety, health and environmental protection. IMO will act as the Implementing and Executing Agency (IEA) for the project and the Ministry of Industries will act as the National Executing Partner for the project and will work very closely with IMO. The expected budget of the project is US$ 1, 516,275 and this amount includes the BRS funds of US$273,603.

The project covers the following 5 (five) work packages:

a. Economic and environmental studies
b. Planning the management of hazardous materials
c. Refinement of Government One-Stop Service (GOSS)
d. Development of training for health, safety and environmental compliance
e. Preparation of Project document for Phase II of the Project

Conclusion

By commencing this project we can expect that the Ministry with the assistance of development partners would be stepping in creating opportunities for the yard owners/stakeholders so that they can comply with international standards in dealing with ship breaking and recycling. We can also expect in the near future the tangible development in the yards which would include centrally operated Treatment, Storage and Disposal Facilities (TSDF) for management of hazardous waste. Our ultimate intention is to uphold the image of the Government of Bangladesh by the quality improvements of the industry.

Writer : Joint Secretary, Ministry of Industries.

ভৌগোলিক পণ্য নির্দেশক (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন-২০১৩ এর প্রাসঙ্গিকতা

দিলীপ কুমার শর্মা এনডিসি

১. যোগসূত্র

ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক অথবা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পরিচয়ের প্রথম ধাপ হলো নাম। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যক্তি নামের সাথে কালের অবস্থান উল্লেখ করত ঃ আলেকজান্ডার দ্যি গ্রেট। একটি নাম তা ব্যক্তি, বস্তু, স্থান বা দেশ যা-ই হোক না কেন তার সাথে একাত্ম হয়ে থাকে অতীত ঘটনাবলী, যাকে চিহ্নিত করা হয় যোগসূত্র বা ইতিহাস হিসেবে। মানব সভ্যতার অগ্রায়নের সাথে যোগাযোগের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। সময় পরিক্রমায় এবং ব্যবসায়িক প্রয়োজনে পণ্য বা সেবার বিনিময়ে অর্থ অর্জনই হয়ে ওঠে মূখ্য। একই সাথে পণ্য বা সেবা উৎপাদনকারী সংস্থা হন তাদের উৎপাদিত পণ্য বা সেবার স্বকীয়তা সংরক্ষণে। যার প্রথম প্রতিফলন ঘটে ১৮৮৩ সালের ২০শে মার্চ প্যারিস শহরে স্বাক্ষরিত দেশগুলোর Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ বিশ্বটি দেশের স্বার্থের অনুকূল বিবেচনায় পরেলা জানুয়ারি ১৯৯৫ তারিখে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার TRIPS চুক্তির শর্ত অনুসরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। উক্ত চুক্তির ২২ নম্বর আর্টিক্যাল অনুযায়ী বাংলাদেশ ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন ও সুরক্ষা বিধান কল্পে ভৌগোলিক নির্দেশক আইন প্রণয়ন করেছে।

২. ভৌগোলিক নির্দেশক কি ?

ভৌগোলিক নির্দেশক বা Geographical Indications হলো একটি প্রতীক বা চিহ্ন যা পণ্য বা সেবার উৎস, গুণাগুণ বা সুনাম বাহন ও প্রচার করে। কিছু কিছু পণ্যের নামের সাথে আমরা পণ্য বা সেবাটির উৎস ও গুণাগুণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রাপ্ত হই। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল পণ্য যেমন চিনিগুড়া চাল, পদ্মার ইলিশ, প্রক্রিয়াজাত পণ্য টাঙ্গাইলের চমচম, নাটোরের কাঁচাগোল্লা, ব্যবহার্য পণ্য জামদানী শাড়ি, হা, গামছা ইত্যাদি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সুনাম বহন ও প্রচার করে চলেছে। ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো পণ্য বা সেবাটি উৎপাদনের উৎস ও এর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ।

৩. ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য আইন প্রণয়নের যৌক্তিকতা ঃ

যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক অগ্রগতিতে পৃথিবী আজ গ্লোবাল ভিলেজে উন্নীত হয়েছে। ধনী ও উন্নত প্রযুক্তির অধিকারী রাষ্ট্র যাতে অপেক্ষাকৃত পশ্চাদপদ রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমায় উৎপাদিত বা প্রক্রিয়াজাত অনন্য বৈশিষ্ট্য গুণ সম্পন্ন পণ্য বা সেবার স্বত্ব হতে উৎপাদক দেশকে বঞ্চিত করে অন্য কোন নামে বাজারজাত বা বিপণন করতে না পারে তা সংরক্ষণের নিমিত্ত এ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক নিকটবর্তী দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশের মিল থাকলেও অনন্য বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করা সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবা উৎপাদক রাষ্ট্রের দায়িত্বভুক্ত।

৪. ভৌগোলিক পণ্য নিবন্ধন আইনের পটভূমি ঃ

শিল্পজাত পণ্যের বৈশিষ্ট্য সুরক্ষার নিমিত্ত শিল্পোন্নত দেশগুলো ২০ মার্চ ১৮৮৩ সালে প্যারিস শহরে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ঐকমত্যের ভিত্তিতে কতিপয় বিষয় অনুসরণে সম্মত হয়, যা প্যারিস কনভেনশন হিসেবে পরিচিত। এ কনভেনশনটিতে মোট ৩০ (ত্রিশ)টি আর্টিক্যাল রয়েছে। পরবর্তীতে এটি মোট সাত বার সংশোধন করা হয়, যথা- ব্রাসেলস ১৪ ডিসেম্বর ১৯০০, ওয়াশিংটন ২ জুন ১৯১১, হেগ ৬ নভেম্বর ১৯১৫, লন্ডন ২ জুন ১৯৩৪, লিসবন ৩১ অক্টোবর ১৯৫৮, স্টকহোম ১৪ জুলাই ১৯৬৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯। বাংলাদেশ পহেলা জানুয়ারি ১৯৯৫ তারিখে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার TRIPS চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে যা World Intellectual Property Organization (WIPO) এর অন্তর্গত। আন্তর্জাতিক ব্যবসায় অংশগ্রহণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে WIPO এর কনভেনশনে একমত হয়ে স্বাক্ষর করতে হয়।

৫. World Intellectual Property Organization (WIPO) প্রণীত Geographical Indications শিরোনামীয় আইনটিতে মোট ৪৩ টি ধারা রয়েছে। ধারাগুলো: I. Introduction II. Key Concepts, III. Developing Geographical Indication-Why? IV. Developing Geographical Indication-What is involved, V. Protecting Geographical Indications-A Step in Developing a Geographical Indications, VI. Protecting Geographical Indications Abroad and VII. Conclusion এই সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রকৃতপক্ষে WIPO প্রণীত Geographical Indications অন্তর্ভুক্ত বিষয় অনুসরণে TRIPS চুক্তি অনুস্বাক্ষরকারী দেশগুলো স্ব স্ব প্রয়োজনে ভৌগোলিক পণ্য নির্দেশক আইন প্রণয়ন এবং পরবর্তীতে প্রয়োজনের নিরিখে সংশোধন করেছে। নিম্নে তিনটি দক্ষিণ এশিয় ও নিউজিল্যান্ডের ভৌগোলিক পণ্য নির্দেশক আইনের কাঠামো বর্ণনা করা হলো।

(ক) মালয়েশিয়া ঃ Geographical Indications Act 2000 ঃ মালয়েশিয়া ৩০ জুন ২০০০ তারিখ আইনটি জারী করে এবং সর্বশেষ পহেলা জানুয়ারি ২০০৬ সালে সংশোধন করেছে। আইনটিতে ৩২টি ধারা সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। যথা-1. Preliminary, II. Protection of Geographical Indications, III. Administration, IV. Registration of Geographical Indications, V. Other Powers of Registrar, VI. Special Provisions and VII. Miscellaneous.

(খ) ভারত ঃ ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৯৯ তারিখে The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act ১৯৯৯ প্রণয়ন করে। আইনটিতে মোট ৮৭ (সাতাশি)টি ধারা নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। যথা, 1. Preliminary, II. The Register and Conditions for Registration, III. Procedure for and Duration of Registration, IV. Effect of Registration, V. Special Provisions, VI. Ratification and Correction of the Register, VII. Appeals to the Appellate Board, VIII. Offences, Penalties and Procedure and IX. Miscellaneous .

(গ) কিংডম অব থাইল্যান্ড ঃ ২০শে অক্টোবর ২০০৩ তারিখে Act on Protection of Geographical Indication প্রণয়ন করে। আইনটিতে ৪৩টি ধারা Preamble এর পর সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। যথা I. General Provisions, II. Registration of Geographical Indications, III. Amendment and Revocation of Registration of Geographical Indications, IV. Use and order for Suspension of use of Geographical Indications, V. Protection of Geographical Indications for Specific Goods, VI. Geographical Indication Board and VII. Penalties.

(ঘ) নিউজিল্যান্ড ঃ ১৯৯৪ সালে Geographical Indication Act ১৯৯৯ প্রণয়ন করে। আইনটিতে মোট ২২টি ধারা, যথা I. Preliminary, II. Registrations on use of Protected Geographical Indications, III. Registration of Geographical Indications, IV. New Zealand Geographical Indications and V. Miscellaneous provisions মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত।

৬. বাংলাদেশ **TRIPS** চুক্তির ২২ নম্বর আর্টিক্যাল অনুসরণে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য আইন ২০১৩ সালে প্রণয়ন করেছে। এর কাঠামো নিম্নরূপ ঃ

নাম	ঃ ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন-২০১৩	পঞ্চম অধ্যায়	ঃ দুইটি ধারায় ট্রেডমার্ক সম্পর্কিত;
ধারা	ঃ মোট ৪৬ টি, অধ্যায় সংখ্যা দশ।	ষষ্ঠ অধ্যায়	ঃ দুইটি ধারায় নিবন্ধন বাতিল;
প্রথম অধ্যায়	ঃ ৩ টি ধারায় আইনের প্রাসঙ্গিকতা, ১৭ টি সংজ্ঞা ও আইনের প্রাধান্য;	সপ্তম অধ্যায়	ঃ দুইটি ধারায় রেজিস্ট্রারের ক্ষমতা;
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ দুইটি ধারায় ভৌগোলিক নির্দেশক ইউনিট এর গঠন, সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল;	অষ্টম অধ্যায়	ঃ একটি ধারায় রেজিস্ট্রারের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল;
		নবম অধ্যায়	ঃ দশটি ধারায় আইনের আওতায় সংঘটিত অপরাধ এর বিচার
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ তিনটি ধারায় ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সুরক্ষা;	দশম অধ্যায়	ঃ সাতটি ধারায় বিবিধ বিষয়াবলী;
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ ১২টি ধারায় ভৌগোলিক পণ্য নিবন্ধন;		

আইনটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ২০১৩ সালে পাশ করা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্বলিত পণ্য ও সেবা সংরক্ষণ সুরক্ষিত থাকবে।

৭. **আইনের প্রয়োগ ঃ** ভৌগোলিক পণ্য নির্দেশক আইন-২০১৩ এর গঠন ও কার্যাবলী অনুচ্ছেদ ৪ এ বর্ণনা করা হয়েছে। আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমানে রেজিস্ট্রার পেটেন্ট, ডিজাইন এবং ট্রেডমার্কের অধীন গঠিত ভৌগোলিক পণ্য নির্দেশক ইউনিটের আওতায় সম্পাদন করবে। বিস্তারিত কার্যক্রম পরিচালনা আইন প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রণীত বিধি অনুসৃত হবে।

৮. অধ্যায় ভিত্তিক ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন ২০১৩ পর্যালোচনা ঃ-

(ক) **প্রারম্ভিক** শিরোনামে প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে তিনটি ধারা বিষয়গুলো যথাক্রমে সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন, সংজ্ঞা ও আইনের প্রাধান্য। মোট ১৭ (সতের) টি সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো "অনুমোদিত ব্যবহারকারী", 'উপযুক্ত জেলা আদালত' 'উৎপাদনকারী', 'জেনেরিক নাম বা নির্দেশক', 'ট্রাইব্যুনাল,' 'নির্ধারিত', 'নিবন্ধন বহি', 'পণ্য', 'ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য', 'প্যারিস কনভেনশন', 'প্রতারণামূলকভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ', 'ভৌগোলিক নির্দেশক', 'বিধি, 'মোড়ক', 'রেজিস্ট্রার', 'শ্রেণি', এবং 'সমনামীয় ভৌগোলিক নির্দেশক ইউনিট।

(খ) **'ভৌগোলিক নির্দেশক ইউনিট'** শিরোনামীয় দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুইটি ধারায় সংযোজিত হয়েছে ইউনিটটির সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল ব্যবস্থাপনার বিষয়াবলী।

(গ) তিনটি ধারা সমন্বয়ে গঠিত **'ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সুরক্ষা'** শিরোনামীয় তৃতীয় অধ্যায়ে 'ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সুরক্ষা', 'সমনামীয় ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধন

সুরক্ষা' ও 'কতিপয় ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন নিষেধাজ্ঞা' বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত।

(ঘ) **'ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধন'** শিরোনামীয় চতুর্থ অধ্যায়ে ধারা সংখ্যা ১২ (বারো)টি। ধারাগুলো যথাক্রমে 'ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদন', 'অনুমোদিত ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধন', 'আবেদন প্রত্যাখান', 'আবেদনের বিজ্ঞপ্তি প্রচার', 'নিবন্ধনের বিরোধিতা", 'আবেদনকারী কর্তৃক পাল্টা বিবৃতি ও জবাব', 'ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন", নিবন্ধনের মেয়াদ, নবায়ন, ইত্যাদি,'ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন বহি," 'নিবন্ধন সূত্রে প্রাপ্ত অধিকার'," স্বত্ব নিয়োগ, "হস্তান্তর, ইত্যাদি নিষিদ্ধ' এবং কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান'।

(ঙ) **'ট্রেডমার্ক সম্পর্কিত বিশেষ বিধান'** নামীয় পঞ্চম অধ্যায়ে 'ট্রেডমার্ককে পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক হিসাবে নিবন্ধনে বিধি-নিষেধ' ও কতিপয় ট্রেডমার্ক সংরক্ষণ' নামে দুইটি ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে।

(চ) **'নিবন্ধন বাতিল সংক্রান্ত-'** ষষ্ঠ অধ্যায়ের ধারার সংখ্যা দুটি। ধারা দুইটি- 'নিবন্ধন বাতিল বা সংশোধন' এবং 'নিবন্ধন বহি সংশোধন সংক্রান্ত'।

(ছ) **'রেজিস্ট্রারের মত"** সম্পর্কিত সপ্তম অধ্যায়ে দুটি ধারায় "রেজিস্ট্রারের মত" ও "রেজিস্ট্রারের নিকট সাক্ষ্য" বিষয় দুটি অন্তর্ভুক্ত।

(জ) **'আপীল'** সংক্রান্ত অষ্টম অধ্যায় 'রেজিস্ট্রারের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল' সংক্রান্ত বিষয়গুলো একটি ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে।

(ঝ) চতুর্থ অধ্যায়ের সম সংখ্যক অর্থাৎ ১২ (বারো)টি ধারা সমন্বয়ে গঠিত **'অপরাধ ও বিচার শিরোনামীয়'** নবম অধ্যায়। ধারাগুলোর ''নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশক লঙ্ঘন," 'ভৌগোলিক নির্দেশক মিথ্যা প্রতিপন্ন বা মিথ্যাভাবে ব্যবহার ও দন্ড', 'প্রতারণামূলকভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ ভৌগোলিক নির্দেশক ব্যবহার ও দন্ড', 'মিথ্যা ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য উৎপাদন', 'পরিবহন, গুদামজাতকরণ ও বিক্রয়ের দন্ড', 'নবায়ন না করিয়া বাজারজাত করণের দন্ড', 'নিবন্ধনের শর্তাবলী ভঙ্গ করিবার দন্ড', 'নিবন্ধন বহির এন্ট্রি জাল করণের দন্ড', 'দ্বিতীয় বা পরবর্তী অপরাধের ক্ষেত্রে দন্ড', 'পণ্য বাজেয়াপ্ত করণ," ''কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অপরাধ সংঘটন', 'অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ', এবং 'বাংলাদেশের বাহিরে সংঘটিত অপরাধে প্ররোচনার দন্ড'। এ অধ্যায়টির বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তি, দল বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আইনের ব্যত্যয় ঘটানো হলে প্রতিকার এর আওতায় গ্রহণ করতে হবে। সংক্ষুব্ধ (aggrevied) বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট (interested) ব্যক্তি, দল বা রাষ্ট্র প্রতিকার প্রাপ্তিতে করণীয় ও কাঙ্খিত প্রতিকারের বর্ণনা সংযোজিত হয়েছে এ অধ্যায়টিতে।

(ঞ) **"বিবিধ"** শিরোনামে দশম ও সর্বশেষ অধ্যায়ে রয়েছে মোট সাতটি ধারা। ধারাগুলো পরিচয়যুক্ত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য বিক্রয় ও প্রক্রিয়াজাত করণ সম্পর্কে নিশ্চয়তাযুক্ত বলিয়া গণ্য হওয়া', "কতিপয় কার্য ধারায় অনুমোদিত ব্যবহারকারীকে অন্তর্ভুক্ত করা, ''ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মূল উৎপাদনস্থল, ইত্যাদি প্রদর্শন' 'ব্যবসায়িক প্রথা, ইত্যাদি বিবেচনা," ফি ও সারচার্জ," বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা' ও 'ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ' সম্পর্কিত।

৯. সম্ভাবনা ঃ আইনটি বাংলাদেশে অতি সম্প্রতি প্রণীত, এর প্রয়োগ ও আওতায় প্রতিকার প্রাপ্তির নিমিত্ত বিধি প্রণয়ন অপরিহার্য। বিধি প্রণয়নের কাজটি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা ইতোমধ্যে শুরু করেছে যা অনুমোদনের পর দেশ কাঙ্খিত সুফল ও প্রতিকার অর্জনে সক্ষম হবে। আইন প্রয়োগ ক্ষেত্রে মোকাবেলাযোগ্য বা উদ্ভাবিত সম্ভাব্য সুবিধা ও জটিলতা নিরসনে বিদ্যমান ও সম্ভাব্য আইন ব্যবহারকারী ও নির্বাহকারী সংস্থার মতামত ও নির্দেশনা, গুলিং এর অনুসরনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

অভিসন্দর্ভ ঃ

1. ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, 2013. 2. Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883 its all Revisions. 3. Geographical Indications Act 2000 Laws of Malaysia, Incorporation all Amendment up to January 2006. 4. The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 No.48 of 1999 of India. 5. Act on Protection of Geographical Indications B.E.2546(2003) of the Kingdom of Thailand. 6. Geographical Indications Act 1994 of New Zealand Date of assent 9 December 1994. 7. Geographical Indications An Introduction World Intellectual Property Organization.

লেখক ঃ যুগ্মসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

এ্যাক্রেডিটেশন সনদ পেল বিএসটিআই এর ৬ গবেষণাগার

জাতীয় মান নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান বিএসটিআই এর ৬টি ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরিকে যৌথভাবে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করেছে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এবং নরওয়েজিয়ান অ্যাক্রেডিটেশন (এনএ)। এগুলো হচ্ছে- বিএসটিআই'র ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরির আওতাভুক্ত দৈর্ঘ্য ও মাত্রা (Length & Dimension), তাপমাত্রা (Temperature), সময় (Time & Frequency), আয়তন (Volume), PVC (Pressure) ও ভর (Mass) নির্ধারণী গবেষণাগার। তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ গত ২৬ নভেম্বর প্রধান অতিথি হিসেবে বিএসটিআই এর মহাপরিচালক মোঃ ইকরামুল হকের হাতে এ সনদ তুলে দেন।

সাবেক শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বিএসটিআই এর মহাপরিচালকের হাতে বিএসটিআই এর মেট্রোলজি ল্যাবরেটরী এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করছেন।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিল্পসচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ। অন্যদের মধ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ আবু আবদুল্লাহ, নরওয়েজিয়ান অ্যাক্রেডিটেশন (এনএ)-এর পরিচালক অ্যান গ্র্যান্ডসেন (Anne Graendsen) ও বিএসটিআই'র মহাপরিচালক মোঃ ইকরামুল হক সভায় বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে তোফায়েল আহমেদ বলেন, স্বাধীনতা-উত্তর ২শ' মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে বাংলাদেশ প্রায় ২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করছে। দেশীয় পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে বাণিজ্যের যেসব কারিগরি প্রতিবন্ধকতা (Technical Barriers to Trade/TBT) রয়েছে, সেগুলো দূরীকরণে অ্যাক্রেডিটেশন একটি স্বীকৃত এবং গ্রহণযোগ্য আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান সনদ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আইটিএস ল্যাব টেস্ট বাংলাদেশ লিমিটেডকেও তৈরি পোশাকের কেমিক্যাল টেস্টিং এর জন্য অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করা হয়।

শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি

নাজমুল হক

বাংলাদেশের ক্রম অগ্রসরমান আর্থিক উন্নয়নে শিল্পখাতের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত সকল সরকারই কম বেশী শিল্পখাতকে গুরুত্ব দিয়েছে। সরকার কর্তৃক শিল্পবান্ধব নীতি গ্রহণের ফলে গত কয়েক বছরে এ খাত ক্রমাগতভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে সন্দেহ নেই। সম্প্রতি এ খাতকে গতিশীল ও যুগোপযোগী করার জন্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। সে জন্যই জাতীয় অর্থনীতিতে দৃষ্টি গ্রাহ্য প্রতিফলন ঘটেছে শিল্প খাতের অবদানের। ২০১১ সালে জাতীয় শিল্পনীতি প্রণয়নের পর থেকে বেসরকারি খাতে বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পউদ্যোগ সৃষ্টি অনেকটাই সুগম হয়েছে। বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশে বেসরকারি খাতকে শক্তিশালী করার জন্য শিল্প নীতি প্রণয়ন এবং সে অনুসারে গৃহীত সরকারী পদক্ষেপ শিল্প সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

১৯৮০-৮১, ১৯৯০-৯১, ১৯৯৫-৯৬, ২০০৯-১০ এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে জিডিপি'তে শিল্প খাতের অবদান ছিল যথাক্রমে ১৭.৩১, ২১.০৪, ২৪.৮৭, ২৯.৯৩ এবং ৩২.০০ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এ হিসাবে দেখা যাচ্ছে, জিডিপি'তে শিল্পখাতের অবদান উল্লেখযোগ্য হারে ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং সরকারের শিল্প বান্ধব নীতি যে এক্ষেত্রে প্রভাবক হিসাবে কাজ করেছে তা বলাই বাহুল্য। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের শেষ ভাগে হরতাল অবরোধের কারণে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সূচকের অগ্রগতি বাধাগ্রস্থ হয়। ডিসেম্বর ২০১২ সালে ষ্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ছিল ৪ হাজার ১৭৭ পয়েন্ট, সেক্ষেত্রে ১৭ ডিসেম্বর ২০১৩-তে তা দাড়িয়েছে ৪২২০ পয়েন্টে অর্থাৎ ১ বছরে ৪০ পয়েন্ট বেড়েছে। ধ্বংসাত্মক রাজনীতির কারণে বৈদেশিক রেমিটেন্সও আশানুরূপ হয়নি। অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে হলে সংশ্লিষ্ট সকলকে সহনশীল আচরণ করতে হবে।

১৯৮০-৮১ সালে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি ছিল ৫.১৫ শতাংশ, আর ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এর বৃদ্ধির হার ৯ শতাংশে উন্নীত হয়। এখানে লক্ষ্যনীয়, রাজনৈতিক অস্থিরতার পরও জিডিপি'তে শিল্প খাতের অবদান ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা আরও অধিক বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব ছিল।

আমরা জানি শিল্প উন্নয়নের সাথে সাথে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সেবাখাতে কর্ম চাঞ্চল্য বৃদ্ধি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় কাঁচামালের ব্যবহার বৃদ্ধি হয়। ফলে শিল্পখাতের মাধ্যমে কৃষিখাতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। সুতরাং বাংলাদেশের গত ২ বছরের অর্থনৈতিক সূচকের উর্ধ্বগতির সংগে শিল্প খাতের অবদান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এতে সন্দেহ নেই।

২০১১ সালে ঘোষিত শিল্পনীতির মূল উদ্দেশ্যে ছিল-উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত করা। শিল্পনীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্ভব হলে সার্বিক অর্থনীতিতে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়া সম্ভব ছিল। কিন্তু শিল্পনীতির বাস্তবায়ন শুধু শিল্প মন্ত্রণালয়ের একক দায়িত্ব নয়, এর জন্য প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ। সরকারের গত ৩ বছরে শিল্প স্থাপনের পথ সুগম করতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর দাপ্তরিক কাঠামো শক্তিশালী করে শিল্প উদ্যোক্তাগণের প্রতি প্রশাসনিক, সাংগঠনিক ও কাঠামোগত সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তা আগামীতেও অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বর্তমানে লাভজনক করার চেষ্টা করা হচ্ছে সুগারমিল ও সার কারখানাগুলোকে। শিল্পনীতিতে যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা বাস্তবায়ন করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। একটি জাতীয় টাস্কফোর্স এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ে এসএমই সেল গঠন করে এ খাতকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। লক্ষনীয় যে, দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ২,১২,৪০২ টি প্রতিষ্ঠানকে ৩৭ হাজার ৪৯৭ কোটি টাকার এসএমই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প স্থাপন সহজসাধ্য হয়ে আসছে। নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ১৭,৩৬২টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১,০০০ কোটি টাকার এসএমই ঋণ দেওয়া হয়েছে। এ কার্যক্রমের ফলে উদ্যোক্তা নারীদের শিল্পখাতে অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমেও শিল্প মন্ত্রণালয় নানাভাবে উদ্যোক্তাগণকে আকর্ষণ করছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২৯টি প্রকল্পে মোট ১,৭২,৩২২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে শিল্প অর্থনীতি আরো সমৃদ্ধি অর্জন করবে।

শিল্প মন্ত্রণালয় তার আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স প্রবর্তন, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উদ্ভাবন, এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে আধুনিক শিল্প উৎপাদন কার্যক্রমের দিকে ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে।

২০২১ সালের মধ্যে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৪০ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে বর্তমানে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। দেশের মোট শ্রম শক্তির ২৫ শতাংশ এ খাতে কার্যকর থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। বর্তমানে শিল্পমন্ত্রণালয় শিল্পনীতি আরও আধুনিকায়ন, শিল্পনীতি দ্রুত কার্যকর করার জন্য Action কমিটি গঠন, সিআইপি নীতিমালা আধুনিকীকরণ, ট্রেডমার্ক আইন ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন আইন সংশোধন করে পৃথক ২টি আইন প্রবর্তন করার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। লবণ নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে লবণ চাষীদের উপযুক্ত গুরুত্ব দিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া ঐতিহ্যবাহী পণ্যের মালিকানা সুরক্ষার জন্য জারী করা হয়েছে ভৌগলিক নির্দেশক আইন। এছাড়া শিল্পমন্ত্রণালয় বিটাকের মাধ্যমে রপ্তানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শিল্পকর্মী সৃষ্টি করার কার্যকম হাতে নিয়েছে। বিআইএম এবং এনপিও এর মাধ্যমে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের এ সব কার্যক্রমগুলো ইংগিত দেয় ভবিষ্যত শিল্প সমৃদ্ধ বাংলাদেশের।

লেখক ঃ যুগ্ম সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

উৎপাদনশীলতা : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পূর্বশর্ত

দিলীপ কুমার সাহা

উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা

একটি প্রতিষ্ঠানে একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার সমষ্টি হলো উৎপাদন। অন্যদিকে উৎপাদনশীলতা বলতে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ে কর্মে নিয়োজিত জনবলের মাথাপিছু উৎপাদন করার সামর্থ্যকে বুঝায়। অন্য কথায়, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উপকরণ (Input) ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য (Output) এর অনুপাত হলো উৎপাদনশীলতা। অর্থনীতির ভাষায় উৎপাদনশীলতা হলো, প্রতি একক উপকরণ দ্বারা যে পরিমাণ উৎপাদিত পণ্য বা সেবা পাওয়া যায় তার পরিমাণ। শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা পরিমাপ করা হয় একজন শ্রমিক দৈনিক বা শ্রম ঘন্টা দ্বারা যে পরিমাণ উৎপাদন করে তার উপর ভিত্তি করে । একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রবৃদ্ধি শুধু শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার ওপর নির্ভর করেনা, বরং উৎপাদনের সকল উপকরণের দক্ষ ও ফলপ্রসূ প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যার ফলে প্রতি একক উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারণে প্রকৃত আয় (real income) বৃদ্ধি পাওয়ায় পণ্য ও সেবা ক্রয়, অবকাশ যাপন, উন্নত আবাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং সামাজিক ও পরিবেশ উন্নয়নে মানুষের ভূমিকা রাখার সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ উৎপাদনশীলতা হলো উৎপাদনের সকল উপকরণ দক্ষ ও ফলপ্রসূ প্রয়োগের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বর্ধিত প্রাপ্ত উৎপাদন যা মূলত প্রতি একক উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় আয় বৃদ্ধি, সঞ্চয়, নতুন পুঁজি বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, মজুরী বৃদ্ধি এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের একটি চক্র।

উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য

মানুষের চাহিদার সন্তুষ্টি বিধানের মাত্রা দ্বারা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি পরিমাপ করা হয়ে থাকে। মানুষের চাহিদার সন্তুষ্টির সূত্রপাত হয় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পণ্য ও সেবা ভোগের মাধ্যমে। পণ্য বা সেবার মান-মূল্য-অনুপাত (quality-price-ratio) বৃদ্ধি পেলে চাহিদার সন্তুষ্টি সৃষ্টি হয় এবং অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে পণ্য বা সেবা পাওয়ায় অধিকতর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। বাজার উৎপাদন (market production), জন উৎপাদন (public production) এবং গৃহস্থালীতে উৎপাদন (household production) হলো উৎপাদনের তিনটি ধরন। এ ধরনগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা

দীর্ঘ মেয়াদে উৎপাদনশীলতা জাতীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ গুরুত্ববহন করে। একটি জাতির জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের সামর্থ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ঐ দেশের শ্রমিক প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির সামর্থ্যের উপর। এ সামর্থ্যকে জাতীয়ভাবে যতবেশী কাজে লাগানো যাবে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়ে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ততবেশী ত্বরান্বিত হবে। তবে জাতীয়ভাবে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেই উৎপাদনশীলতা অর্জিত হয়েছে বলা যাবে না। বরং উৎপাদনশীলতার অবশ্যম্ভাবী দিক হলো উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি শিল্প কারখানা থেকে শুরু করে ব্যবসা বাণিজ্য, অফিস আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেবাপ্রদানকারী কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ যে কোন কর্মউদ্যোগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সুফল

জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের মুখ্য উৎস হলো উৎপাদনশীলতার প্রবৃদ্ধি। উৎপাদনশীলতার প্রবৃদ্ধির অর্থ হলো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অধিকতর মূল্য সংযোজন, যার ফলশ্রুতিতে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, ভোগ বৃদ্ধি; সর্বোপরি, আয় বৃদ্ধি এবং এ বর্ধিত আয় সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে বন্টন করা যায়। একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা শিল্প কারখানায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির আর্থিক সুবিধা নিম্নরূপভাবে বন্টন করা যেতে পারে ঃ
(১) অধিকতর মজুরী ও চাকুরীর শর্তাবলী উন্নয়নের মাধ্যমে শ্রমিকের সুবিধা প্রদান (২) বর্ধিত মুনাফা এবং লভ্যাংশ বন্টনের মাধ্যমে শেয়ার হোল্ডার এবং সুপার এ্যানুয়েশন তহবিলের সুবিধা প্রদান (৩) সঞ্চয় বৃদ্ধির ফলে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি (৪) অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে ক্রেতাকে সুবিধা প্রদান (৫) অধিক পরিমাণ কর ইত্যাদি পরিশোধের মাধ্যমে সরকারকে রাষ্ট্র পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান এবং (৬) পরিবেশ সুরক্ষার মাধ্যমে জাতীর জন্য অবদান।

একটি 'দেশের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শ্রমিক-কর্মচারী, শেয়ারহোল্ডার এবং সরকারের প্রতি যে দায়বদ্ধতা রয়েছে তা পরিশোধের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতার প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। শিল্প কারখানায় দু'টি পন্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে যেমন (১) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত উপকরণ প্রয়োগ (২) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অধিক পরিমাণ উপকরণ সংযোগ করা হলে প্রতি একক উপকরণের জন্য আয় বৃদ্ধি পাবে না বরং এর ফলে গড় মজুরী ও মুনাফার হার নিম্নমুখী হবে। পক্ষান্তরে উৎপাদনশীলতার প্রবৃদ্ধি হলে, বিদ্যমান উপকরণ ব্যবহার করে অধিক পরিমান পণ্য উৎপাদনের ফলে আয় বৃদ্ধি পাবে।

জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। কারণ অতিরিক্ত প্রকৃত আয় বৃদ্ধির ফলে মানুষের পণ্য ও সেবা ক্রয়ের সামর্থ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া উন্নত আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ইত্যাদি সুবিধা গ্রহণের ফলে মানুষের সামাজিক মর্যাদা ও পরিবেশগত অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। দীর্ঘ মেয়াদে, উৎপাদনশীলতার ক্রম বিকাশমান বৃদ্ধি একসময়ে সমাজ ব্যবস্থার অগ্রযাত্রায় উল্লেখযোগ্য তারতম্য ঘটাতে পারে। একটি দেশের দারিদ্র্য বিমোচন, আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ভিন্ন অন্য কোন পন্থা নেই। তাই এর সুফল ভোগের জন্য ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সমাজ এবং রাষ্ট্রের সকল কর্ম উদ্যোগে উৎপাদনশীলতার ধারণা অনুধাবন এবং অনুসরণ করতে হবে।

উৎপাদনশীলতা বিষয়ক ধারণাকে বেগবান করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় উৎপাদনশীলতাকে জাতীয় আন্দোলন হিসেবে ঘোষণা করে প্রতিবছর ২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদযাপন করছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎকর্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে 'প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড' প্রবর্তন করে ২০১৩ সালে ১০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এ আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেক হোল্ডারের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি নিশ্চিত ভাবে দৃঢ় হবে বলে আশা করা যায়।

লেখক ঃ যুগ্ম সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

The context for International Investment Agreement (IIA)

Afroza Khan

An International Investment Agreement (IIA) is a type of Treaty between countries that addresses issues relevant to cross-border investments, usually for the purpose of protection, promotion and liberalization of such investments. Most IIAs cover foreign direct investment (FDI) and portfolio investment, but some exclude the latter. Countries concluding IIAs commit themselves to adhere to specific standards on the treatment of foreign investments within their territory. The most common types of IIAs are Bilateral Investment Treaties (BITs) and Preferential Trade and Investment Agreements (PTIAs). International Taxation Agreements and Double Taxation Treaties (DTTs) are also considered as IIAs, as taxation commonly has an important impact on foreign investment.

To a large extent, the international legal aspects of the relationship between countries and foreign investors are addressed bilaterally between two countries. The conclusion of BITs has evolved from the second half of the 20th century onwards, and today these agreements constitute a key component of the contemporary international law on foreign investment. The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) defines BITs as "agreements between two countries for the reciprocal encouragement, promotion and protection of investments in each other's territories by companies based in either country." While the basic content of BITs has largely remained the same over the years, focusing on investment protection as the core issue, matters reflecting public policy concerns (e.g. health, safety, essential security or environmental protection) have in recent years more frequently been incorporated into BITs.

The basic reasons for which countries decide to enter into IIAs can be simply stated as follows:

(i) To protect foreign investors from a treaty party state (the investor's home state) against discriminatory or unfair treatment by governments in the other party state (the host state); (ii) To ensure that the host state legal regime for foreign investors from the home state is stable, transparent, consistent and fair; and (iii) To promote foreign direct investment in host states by providing these protections to investors from the home state.
Countries may negotiate an IIA as a way of keeping up with other developing countries that have signed agreements. Virtually all countries seek foreign investment, and the network of IIAs is already large and continually expanding.

Typical provisions in a bilateral investment treaty:

(i) Scope of the Agreement (ii) Promotion and Facilitation of Investments (iii) National and Most-Favoured-Nation Treatment (iv) Exceptions (v) Compensations for losses (vi) Expropriation (vii) Denial of Benefits (viii) Subrogation (ix) Repatriation of Investments and Returns (x) Settlement of Dispute between contracting party and an investor of the other contracting party (xi) Settlement of Disputes between the contracting parties (xii) Application of other rules (xiii) Consultation and exchange of information (xiv) Entry and sojourn of personnel (xv) Amendment (xvi) Duration and termination.

In the context of an IIA negotiated between a developed country and a developing country, there will usually be few investors from the developing country party with investments in the developed country party that will benefit from protection under the IIA. In such cases, the parties rarely expect that an IIA will induce investment from the developing country into the developed country. In this situation, there is very little cost to a developed country from entering into the treaty. It will never be called on to fulfill its investor protection obligations.

Developing countries, on the other hand, are interested in foreign investment from developed countries to stimulate economic development and contribute to host state revenues, providing them with the resources needed to alleviate poverty and, more generally, to achieve their political, social and economic goals. In order to try to attract investment, they subject themselves to the obligations to protect investors set out in the IIA, even though the investor protection obligations may impose real constraints on domestic policy making flexibility.

As FDI flows have expanded, the number of international investment agreements also has increased, both between developed and developing countries and between developing countries. Presently, there are over 3,000 BITs globally. Bangladesh has concluded 30 BITs, 25 of which have entered into force. BITs, as international treaties, require ratification. Foreign direct investment (FDI) is an increasingly important driver of the global economy. International investment plays an increasingly important role in many economies. Perhaps more critically it is an essential component of a sound global strategy for sustainable development. The robust economic growth achieved in Bangladesh has resulted from investment friendly policy and improved investment climate. Moreover, Bangladesh has gradually been transforming to an attractive, competitive and profitable destination for foreign direct investment (FDI). In 2005, the growth in FDI increased by 84% amounting US$ 845 million- highest ever since her independence. The growth is second highest in entire South Asia. According to World Investment Report 2006, Bangladesh is now ahead of India in terms of FDI Performance Index.

Writer : Joint Secretary, Ministry of Industries.

হাজারীবাগের ট্যানারি স্থানান্তরে ওয়ার্কিং টিম গঠন

রাজধানীর হাজারীবাগে অবস্থিত ট্যানারিগুলো দ্রুত সাভারে স্থানান্তরের লক্ষ্যে বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয় ও ট্যানারি শিল্প মালিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি ওয়ার্কিং টিম বা কর্মদল গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। মন্ত্রী গত ২৬ জানুয়ারি "চামড়া শিল্পনগরীর উন্নয়ন, ট্যানারি স্থানান্তর এবং ফুটওয়্যার ও লেদারগুডস্ শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ" শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ নির্দেশনা দেন। রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার, লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যারস্ এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএফএলএলএফইএ) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিএফএলএলএফইএ এর চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার আবু তাহেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিল্প উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা হয়। এতে সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস, শিল্পসচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ, বিসিক চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভায় মন্ত্রী বলেন, এ ওয়ার্কিং টিম চামড়া শিল্প স্থানান্তর সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে কাজ করবে। এ দফায় যে সকল ট্যানারি মালিক বর্তমান শিল্প নগরে প্লট পাননি, তাদের জন্য সম্প্রসারিত প্রকল্প গ্রহণ করে প্লট প্রদান করা হবে।

"চামড়া শিল্পনগরীর উন্নয়ন, ট্যানারি স্থানান্তর এবং ফুটওয়্যার ও লেদারগুডস্ শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ" শীর্ষক আলোচনা সভায় শিল্পমন্ত্রী

অ্যামব্রয়ডারি শিল্প খাতকে
স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের তাগিদ

বাংলাদেশ অ্যামব্রয়ডারি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিইএমইএ) নেতারা শিল্পমন্ত্রীর সথে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি তার দফতরে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে তারা দেশের অর্থনীতিতে এ শিল্পখাতের অবদান এবং শিল্প বিকাশের পথে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে মন্ত্রীকে অবহিত করেন। আমির হোসেন আমু অ্যামব্রয়ডারি শিল্প খাতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে উদ্যোক্তাদের সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের তাগিদ দেন। তিনি এ শিল্পের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সম্ভব সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন। সংগঠনের সভাপতি শাহনেওয়াজ চৌধুরীসহ অন্য নেতারা এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

দৃষ্টি আকর্ষণ

শিল্প বার্তায় তথ্য সমৃদ্ধ ফিচার ও শিল্প সংক্রান্ত গ্রামীণ খবর (ছবি সহ) নিচের ঠিকানায় পাঠাতে আহবান জানানো হচ্ছে

E-mail : shilpabarta.moind@gmail.com

অনেক সামাজিক সূচকেই বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এগিয়ে

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চলমান ধারা অব্যাহত রেখে ২০২১ সালের আগেই বাংলাদেশ মাধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, দারিদ্র্যবিমোচন, পরিবেশ সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, খাদ্য উৎপাদনসহ অনেক সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এগিয়ে রয়েছে। দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে বর্তমান সরকার গৃহীত উদ্যোগের ফলে শিল্পখাতে বিদেশ থেকে পরামর্শক আনার পরিবর্তে অচিরেই বাংলাদেশ পরামর্শক রপ্তানির সক্ষমতা অর্জন করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। শিল্পমন্ত্রী গত ০৬ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) আয়োজিত স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স (পিজিডি) এর উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আশা প্রকাশ করেন। বিআইএম এর মহাপরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ এবং এফবিসিসিআই'র প্রেসিডেন্ট কাজী আকরাম উদ্দিন আহমদ। এতে বিআইএম-এর পরিচালক এ.এইচ. মোস্তফা কামাল খান এবং পিজিডি কোর্সের সদস্য সচিব ড. পারভীন আগাজ বক্তব্য রাখেন।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশে দক্ষ শিল্প ব্যবস্থাপক ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য মানসম্মত প্রশিক্ষণ সুবিধা বাড়ানো জরুরি। এ লক্ষ্যে বিআইএম-কে বর্তমান সরকারের আমলেই সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে গড়ে তোলা হবে। তিনি প্রতিষ্ঠানের কোর্স কারিকুলামে যুগের চাহিদা অনুযায়ী শিল্প ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়নে সহায়ক নতুন নতুন বিষয় সংযোজনের পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত বিআইএম বিভিন্ন কোর্সে ৪৭ হাজার নির্বাহী ও শিল্প উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। যোগ্য ব্যবস্থাপক তৈরির লক্ষ্যে এতে এক্সিকিউটিভ এমবিএ কোর্স চালুর প্রচেষ্টা চলছে। ডেফোডিল ইউনিভার্সিটির সহায়তায় এ প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে ডিজিটাল লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়েছে। এর আওতায় শিক্ষার্থীদের জন্য ই-লার্নিং প্লাটফর্ম গড়ে তোলা হচ্ছে। এর মাধ্যমে এতে বিশ্বমানের ব্যবস্থাপনা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব হবে বলে সভায় তথ্য প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের স্নাতকোত্তর পাঁচটি ডিপ্লোমা কোর্সে ৬শ' প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি হয়েছেন। এগুলো হচ্ছে- মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, শিল্প ব্যবস্থাপনা, বিপণন ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার বিজ্ঞান। ভর্তির সকল কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট মিলনায়তনে আয়োজিত স্নাতকত্তোর ডিপ্লোমা কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু শিল্পসচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন আবদুল্লাহ্ ও এফবিসিসিআই এর প্রেসিডেন্ট কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ

একনেকে এপিআই শিল্প পার্ক প্রকল্পের সংশোধনী অনুমোদন

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) শিল্পমন্ত্রণালয়ের এপিআই শিল্প পার্ক স্থাপন প্রকল্পের সংশোধনী অনুমোদন করেছে। শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ৪ ফেব্রুয়ারি সংশোধনীটি অনুমোদন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি, ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রকল্পে নতুন অঙ্গ সংযোজনের কারণে প্রকল্পটি সংশোধনের প্রয়োজন হয়েছে বলে পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে জানা যায়। প্রকল্পটির আওতায় মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলাধীন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক সংলগ্ন বাউশিয়া ও লক্ষীপুর মৌজায় ২০০ একর আয়তনবিশিষ্ট এলাকায় এপিআই (Assential Pharmacutical Ingredients) নামক ওষুধ শিল্প পার্কটি স্থাপন করা হবে।

বিদেশ থেকে আমদানি বিকল্প ওষুধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য এ পার্কে ৪২টি প্লটে শিল্প স্থাপিত হবে। এখানে প্রায় ২৫ হাজার লোকের সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। সংশোধিত আকারে প্রকল্পটির ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৩৩২ কোটি টাকা।

রপ্তানি পণ্যের মান বৃদ্ধি ও এ্যাক্রেডিটেশন সনদ গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন শিল্প মন্ত্রী

রপ্তানি পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন ও এ্যাক্রেডিটেশন সনদ অর্জনের আহবান জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী। তিনি রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ ও নতুন গন্তব্যে পণ্য রপ্তানি বাড়াতে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে এ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির তাগিদ দেন। শিল্পমন্ত্রী রাজধানীর ডিসিসিআই মিলনায়তনে "রপ্তানি বৃদ্ধিতে এ্যাক্রেডিটেশনের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ১৬ ফেব্রুয়ারি একথা বলেন। শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি), ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) যৌথভাবে এ সেমিনার আয়োজন করে।

ডিসিসিআই'র প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ শাহজাহান খানের সভাপতিত্ব সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) পরিচালনা পর্ষদ এর সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এম, লিয়াকত আলী। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ ফরহাদ উদ্দিন। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এর মহাপরিচালক মো ঃ আবু আবদুল্লাহ, বিজনেস ইনিসিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) এর চেয়ারম্যান আসিফ ইব্রাহীম, ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, পরিচালক হুমায়ুন রশীদ, আলহাজ্ব আব্দুস সালাম আলোচনায় অংশ নেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, যারা সত্যিকার অর্থে ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে জড়িত, কেবল তাদেরই ব্যবসা করা উচিত। অতীতে অব্যবসায়িরা ব্যবসার নামে অনৈতিক কাজ করে দেশের রপ্তানি বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। পরে মন্ত্রী বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) প্রকাশিত 'এ্যাক্রেডিটেশন হ্যান্ডবুক' এর মোড়ক উন্মোচন করেন।

শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড প্রকাশিত "এ্যাক্রিডিটেশন হ্যান্ডবুক" এর মোড়ক উন্মোচন করেন।

নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করবে সরকার

নির্ধারিত পাঁচটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের সঙ্গে আরও দু-একটি নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে সরকার। এজন্য সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণের কাজ এগিয়ে চলছে। শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বর্তমান সরকার এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। মন্ত্রী রোববার ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং নতুন পরিচালনা পর্ষদের নেতাদের সঙ্গে বৈঠককালে এ কথা জানান। শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে শিল্প সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ, ডিসিসিআইর প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ শাহজাহান খান, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ওসামা তাসির, ভাইস প্রেসিডেন্ট খন্দকার শহিদুল ইসলাম, সাবেক প্রেসিডেন্ট ও বর্তমান পরিচালক মোঃ সবুর খান, পরিচালক আবুল হোসেন, হায়দার আহাম্মেদ খান, মোঃ ইফতেখার উদ্দিন, নিসার মাকসুদ খানসহ পরিচালনা পর্ষদের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশে শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে যে কোন সিদ্ধান্ত ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোক্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে নেয়া হবে। শিল্প খাতে পরনির্ভরশীলতা কমাতে জাতীয় স্বার্থে সরকার এ সিদ্ধান্ত নেবে। বৈঠকে ডিসিসিআইর নেতারা বলেন, দেশে ভারসাম্যপূর্ণ ও দীর্ঘমেয়াদি শিল্পায়নের স্বার্থে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতকে মূল শক্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তারা শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও ঢাকা চেম্বারের যৌথ উদ্যোগে এ খাতের উন্নয়নে একটি চাহিদাভিত্তিক গবেষণা পরিচালনার ওপর গুরুত্ব দেন। একই সঙ্গে তারা একটি আদর্শ এসএমই শুমারি পরিচালনা জরুরি বলে অভিমত দেন। ডিসিসিআই নেতারা জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের প্রসারে দ্রুত জাহাজ নির্মাণ শিল্প নীতিমালা অনুমোদন, ওষুধ শিল্প নগরী প্রকল্প বাস্তবায়ন, শিল্প কারখানায় নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস, বিদ্যুৎ ও ইউটিলিটি সংযোগ প্রদান, দেশীয় শিল্পবান্ধব শুল্ক ও করকাঠামো নির্ধারণ, মেধাসম্পদের অধিকার সুরক্ষায় আইপিআর নামে পৃথক উইং স্থাপন ও অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেন।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানা বিক্রি করা হবে না

নতুন করে কোন শিল্পকারখানা বিক্রি করা হবে না বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। বাংলাদেশ চিনিকল আখ চাষী ফেডারেশনের নেতাগণের সাথে বৈঠক চলা কালে তিনি এ কথা জানান। তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতে টেকসই শিল্পায়নের লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান সরকার কাজ করছে। এর জন্য প্রচুর জায়গা প্রয়োজন হবে। তাই জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করে বর্তমান সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত কোন শিল্প কারখানা বিক্রি করবে না। গত ১২ ফেব্রুয়ারী শিল্প মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শিল্পসচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মাহমুদ-উল হক ভূইয়া, বাংলাদেশ চিনিকল আখ চাষী ফেডারেশনের সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাজহারুল হক প্রধান, সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান আলী বাদশাসহ অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

বিটাক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়

বিটাক প্রস্তুতকৃত অ্যামোনিয়াম কার্বামেট সিলিন্ডার ব্লক

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) সম্প্রতি নিজস্ব প্রযুক্তিতে অ্যামোনিয়াম কার্বামেট সিলিন্ডার ব্লক তৈরী করেছে। এই সিলিন্ডার ব্লক ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরিতে ব্যবহৃত হয়। ইউরিয়া সার প্রস্তুতকালে Intermediate Product হিসাবে এ্যামোনিয়াম কার্বামেট ব্যবহৃত হয়, যা অত্যন্ত করোসিভ (Corrosive)। এই Sulotion প্রক্রিয়াকরণের জন্য বিশেষ শংকর ধাতুর সিলিন্ডার ব্লক ব্যবহৃত হয়। এর সর্বোচ্চ ওয়ার্কিং প্রেসার ২৫০ কেজি/বর্গ সেন্টিমিটার। বিটাক কর্তৃক তৈরি ব্লকগুলোর ওয়ার্কিং প্রেসার ৩১৬ কেজি/বর্গ সেন্টিমিটার প্রেসারে পরীক্ষিত। এই সিলিন্ডার ব্লকগুলোর প্রতি সেটের আমদানী মূল্য প্রায় ৭/৮ কোটি টাকা। বিটাকের তৈরী অনুরূপ ব্লকের প্রতি সেটের মূল্য ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। ফলে, প্রতি সেটে ৫/৬ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে।

শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি পেল সংবাদপত্র

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় সংবাদপত্রকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করেছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, সংবাদপত্র মালিকদের দীর্ঘদিনের দাবি বিবেচনা করে সরকার সেবাখাত থেকে সংবাদপত্রকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে দেশে শক্তিশালী সংবাদপত্র শিল্প গড়ে ওঠবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশ সংবাদপত্র মালিক সমিতি (নোয়াব) এর নেতাদের সাথে বৈঠককালে শিল্পমন্ত্রী গত ১৮ ফেব্রুয়ারি এ ঘোষণা দেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ ফরহাদ উদ্দিন, বাংলাদেশ সংবাদপত্র মালিক সমিতি (নোয়াব) সভাপতি মাহবুবুল আলম, দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান, দ্য ডেইলি স্টার এর সম্পাদক ও প্রকাশক মাহফুজ আনাম, দৈনিক সমকালের প্রকাশক এ.কে আজাদ, নিউ এজ এর সম্পাদকীয় বোর্ডের চেয়ারম্যান শহীদুল্লাহ খান, নিউজ টু ডে'র সম্পাদক ও প্রকাশক রিয়াজউদ্দিন আহমেদ, দ্য ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এর সম্পাদক এ এইচ এম মোয়াজ্জেম হোসাইন উপস্থিত ছিলেন।

শিল্পমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে নোয়াব নেতারা

বৈঠকে সংবাদপত্র মালিকরা এ ঘোষণার জন্য সরকারের প্রশংসা করেন। এর ফলে দেশের সংবাদপত্র শিল্প এইচ.এস (H.S) কোডের আওতায় সরকারের দেয়া বিভিন্ন সুবিধা পাবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন। তারা দ্রুত গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে এ শিল্পের বিভিন্ন সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য শিল্পমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সংবাদপত্র শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এর ফলে দেশে ধারাবাহিকভাবে এ শিল্পের প্রসার ঘটছে। তিনি ব্যক্তি বা দলের উর্ধ্বে থেকে জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করে সংবাদ পরিবেশনের জন্য সংবাদপত্র মালিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

শিল্পবার্তা

বর্ষ ৩, সংখ্যা ৫, ৮ ফাল্গুন ১৪২০, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

আমাদের কথা

স্বাধীনতার পর থেকেই নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন করতে বিভিন্ন বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। মুক্তিযুদ্ধের মূলচেতনা বারবার বাধাগ্রস্থ হলেও দেশের মানুষ সব বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে উন্নয়ন অভিযাত্রাকে সামনে এগিয়ে নিতে কখনই ভুল করেনি। তাই প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বিশ্ববাসীর কাছে বিস্ময়কর অগ্রগতির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকের বাংলাদেশ। উন্নয়নের প্রায় প্রতিটি সূচকেই বাংলাদেশের অবস্থান আশাব্যঞ্জক। আর এ উন্নয়নের প্রভাবক হিসাবে শিল্পখাতের অবদান সর্বজন স্বীকৃত।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব মতে, ১৯৮০-৮১, ১৯৯০-৯১, ১৯৯৫-৯৬, ২০০৯-১০ এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ছিল যথাক্রমে ১৭.৩১, ২১.৪, ২৪.৮৭, ২৯.৯৩ এবং ৩২ শতাংশ। ১৯৮০-৮১ সালে শিল্পখাতে যেখানে প্রবৃদ্ধি ছিল ৫.১৫ শতাংশ ২০১২-১৩ অর্থ বছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ শতাংশে। সুতরাং বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে শিল্পখাত যে এক বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ২০১০ সালের ঘোষিত জাতীয় শিল্পনীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে দেশেদ্রুত শিল্পখাত সম্প্রসারিত হবে বলে অর্থনীতিবিদগণের ধারণা।

বেসরকারি খাতে শিল্প বিকাশে সহায়তা করার নীতি গ্রহণ করায় ক্রমেই বিকশিত হচ্ছে এ দেশের শিল্পখাত। বাড়ছে রপ্তানি আয়। সৃষ্টি হচ্ছে কর্মসংস্থান। ২০১০ সালে ঘোষিত জাতীয় শিল্পনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা। এ উদ্দেশ্য নিয়ে ইতোমধ্যে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ২,১২,৪০২টি প্রতিষ্ঠানকে ৩৭,৪৯৭ কোটি টাকা এসএমই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ১৭,৩৬২ টি প্রতিষ্ঠানে ১,০০০ কোটি টাকার এসএমই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এর প্রভাব অবশ্যই সমৃদ্ধ করবে অর্থনীতিকে।

২০২১ সালের মধ্যে জিডিপি'তে শিল্প খাতের অবদান ৪০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে। দেশে শিল্প কারখানা স্থাপনের কার্যক্রম সম্প্রসারণ, উৎপাদিত পণ্যের দেশীয় ও বিদেশি বাজার সম্পর্কিত তথ্য সেবা প্রদান এবং উদ্যোক্তা সচেতনতা সৃষ্টিতে শিল্পবার্তা অধিকতর ভূমিকা রাখবে প্রত্যাশা করি। শিল্পবার্তা প্রকাশনার সংগে সংশ্লিষ্ট সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই। পরবর্তী প্রকাশনার জন্য সব শ্রেণির লেখককে শিল্প সহায়ক তথ্য সমৃদ্ধ লেখা পাঠাতে আহ্বান জানাচ্ছি।

সম্পাদনা পরিষদ

শিল্প সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

আমাদের লক্ষ্য

পৃষ্ঠা : ১৫
- বিটাক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়
- শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি পেল সংবাদপত্র

পৃষ্ঠা : ১৬
- আমাদের কথা

পৃষ্ঠা : ১৪
- রপ্তানি পণ্যের মান বৃদ্ধি ও এ্যাক্রেডিটেশন সনদ গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী
- নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করবে সরকার
- রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানা বিক্রি করা হবে না

পৃষ্ঠা : ১১
- The context for International Investment Agreement (IIA)

পৃষ্ঠা : ১২
- হাজারীবাগের ট্যানারি স্থানান্তরে ওয়ার্কিং টিম গঠন
- আমেদ্রয়তারি শিল্প খাতকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের তাগিদ

পৃষ্ঠা : ১৩
- অনেক সামাজিক সূচকেই বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এগিয়ে
- একনেকে এপিআই শিল্প পার্ক প্রকল্পের সংশোধনী অনুমোদন

প্রকাশনায় : শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, ৯১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, E-mail : shilpabarta.moind@gmail.com, Web : wwww.moind.gov.bd

Design & Print : Sign Communication, 01910707070